

## ভৌগোলিক

ধেমেন্দ্র মিত্র

### পড়ার আগে ভাবো

ভৌগোলিকের আক্ষরিক অর্থ ‘ভূগোল সম্বন্ধীয়’। উচ্চাকাঙ্ক্ষার আত্মকেন্দ্রিক বাঙালি তার জাতিসত্তার উচ্চ আদর্শ, প্রজ্ঞাবান মনীষীদের ভাবধারা পুষ্ট এই মাটি, এই দেশকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে ফেলেছে। খসিত এই বাংলার ভৌগোলিক সীমানা আজ সীমাবদ্ধ।

ছবির মতন গ্রাম

স্বপনের মতন শহর

যত পারো গড়ো

অর্চনার চূড়া তুলে ধরো

তারাদের পানে;

তবু জেনো আরো এক মৃত্যু-দীপ্ত মানে

ছিলো এই ভূখন্ডের,

ছিলো সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে।

সেই অর্থ লাঞ্চিত যে তাই

আমাদের সীমা হ’ল

দক্ষিণে সুন্দরবন

উত্তরে টেরাই।

## জেনে রাখো

|         |   |                            |
|---------|---|----------------------------|
| অর্চনা  | — | পূজা, উপাসনা               |
| ভূখন্ড  | — | ভূমি খন্ড                  |
| লাঞ্ছিত | — | নিন্দিত, অপমানিত           |
| টেরাই   | — | তরাই (পর্বতের নিচের অঞ্চল) |

## কবি পরিচয়

[ প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪ - ৮৮) কাশীতে জন্ম । প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও চলচ্চিত্রকার । বাংলার বিজ্ঞানভিত্তিক রচনায় অগ্রদূত ও ঘনাদা নামে কালজয়ী চরিত্রের সৃষ্টিকর্তা । রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত সাহিত্য আন্দোলন, যাকে কেউ কেউ ‘কল্লোল যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন, সেই কল্লোলযুগের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক । ঘনাদা ছাড়াও বিজ্ঞান - গবেষক ‘মামাবাবু’, ডিটেকটিভ ‘পরশর বর্মা’ এবং ভূত - শিকারী ‘মেজোকর্তা’ তাঁর অন্যতম সৃষ্টি । সম্পাদক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন । পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন — এককভাবে ‘রঙমশাল’, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে ‘নিরুক্ত’, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে ‘কবিতা’, এছাড়াও ‘কালিকলম’, ‘নবশক্তি’, ‘পক্ষীরাজ’, প্রভৃতি । অনুবাদক হিসাবেও তিনি সাফল্য পেয়েছেন । অনুবাদ করেছেন লরেন্স ও সামারসেট মমের গল্প, হুইটম্যানের কবিতা । কিছু উৎকৃষ্ট গান ও লেখেন । প্রথমে রামতনু লাহিড়ি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করার পর সুভাষচন্দ্রের বাংলার কথা ও ফরোয়ার্ড পত্রিকায়, বঙ্গবানী কাজ করেছেন । চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য, লিখেছেন । ১৪ টি ছবির পরিচালক ছিলেন । তার মধ্যে ‘ময়লা কাগজ’ ফিল্মটি উল্লেখযোগ্য । ‘সাগর থেকে ফেরার জন্য’ আকাডেমি পুরস্কার (১৯৫৭) রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৫৮) পান । আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে বেলজিয়ামে যান । সোভিয়েত রাশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন । পদ্মশ্রী ও দেশিকোত্তম উপাধি পান । ]

## পাঠ পরিচয়

বাঙালি জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে যুগ যুগ ধরে । এই জাতিসত্তার ভিত্তি রচনায় অবদান রয়েছে শ্রী চৈতন্য, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশবরেণ্য প্রজ্ঞাবান মনীষীদের । সমুন্নত ভাবধারার মাটি দিয়ে এই ভিত্তি রচিত । এই দেশবরেণ্যদের দেশের জন্য জীবনদানকে কবি ‘মৃত্যুদীপ্ত মানে ছিল’ বলে অভিহিত করেছেন । অধঃপতিত নিম্নমানের রাজনীতির চোরাশ্রোত বাঙালি জাতি সত্তার উচ্চদর্শমূলক ভিত্তিটিকে নড়িয়ে দিয়েছে । বাঙালি জাতিকে খন্ড বিখন্ড করে দিয়েছে । যতই বাহ্যিক চাকচিক্য বাড়ুক না কেন, যতই বড় বড় অভ্যভেদী ইমারত গড়ে উঠুক না কেন, সেই ‘মৃত্যু-দীপ্ত’র মানে আজ লাঞ্ছিত । সমুন্নত ভাবধারার উপর দভায়মান শাস্ত্রত বৃহৎ-বঙ্গ আজ অতীতের কাহিনিতে পরিণত হয়েছে । আজ তাই খন্ডিত

বাংলার ভৌগোলিক সীমানা দাঁড়িয়েছে - 'দক্ষিণে সুন্দরবন, উত্তরে টেরাই' (তরাই) ।

### পাঠবোধ

#### সঠিক উত্তরটি লেখো

1. 'ভৌগোলিক' কবিতাটি ..... লিখেছেন ।  
(প্রমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র)
2. বাংলার দক্ষিণে ..... রয়েছে ।  
(তরাই অঞ্চল, সুন্দরবন)
3. ভূখন্ড অর্থাৎ ..... ।  
(ভূমির খন্ড, ভারতের খন্ড)

#### অতি সংক্ষেপে লেখো

- + 4. ভৌগোলিক শব্দটির আক্ষরিক অর্থ কী ?
5. বাংলার উত্তর দিকের সীমানা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে ?
6. সুন্দরবন কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?

#### বিস্তারিতভাবে লেখো

7. আমরা বিন্দুতির অতলে কাকে হারিয়ে ফেলতে চলেছি ? 'ভৌগোলিক' কবিতাটি অবলম্বনে লেখো ।

#### ব্যাকরণ

1. সমোচ্চারিত শব্দগুলি অর্থ লেখো

|       |    |       |        |
|-------|----|-------|--------|
| পারা  | মণ | তারা  | উপাদান |
| পাড়া | মন | তাড়া | উপাধান |

2. বহুপদের একপদে পরিবর্তন করো

দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণ

শহরে থাকে যে

গ্রামে থাকে যে

যে পূজা করে

